উপক্রমণিকা

বঙ্গদর্শনের বাংলা ভাষা বিভাগে যোগ দেওয়ার সময় অনেকের মনে কৌতুহল বা আবশ্যক চিন্তার উদ্রেক হতে পারে যে ‘আমি এই কাজের যোগ্য মানুষ তো?’। জীবনে যাঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে কর্মভার সম্পাদন করছেন বা করেছেন, তাঁদের যোগ্যতা নিয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। নূতন কাজ আরম্ভ করার পূর্বে সকলেই ট্রেনিং নিয়ে থাকেন। ছাত্র জীবনের অর্জিত জ্ঞান, জীবনের অভিজ্ঞতা এবং মানুষের শ্রেষ্ঠ ধন ‘সাধারণ জ্ঞান’ এই তিনের প্রয়োগে কঠিনতম কাজও সমাধা করা দুষ্কর নয়।

গুণী জনেরা বিব্রত হবেন না। তাঁদের বিচরণক্ষেত্রে গ্রীন হর্ণ অর্বাচীনের ভীড় বাড়ানোর উদ্যোগ করা হচ্ছে না। লক্ষ লক্ষ মানুষ গান শেখে; গায়কের সংখ্যা শতের ঘরেও পৌঁছয় না। কিন্তু কয়েক হাজার শ্রোতা তৈরী হয়ে যায়। বাংলা ভাষার সমস্যা এবং সম্বন্ধিত প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি বহু কূট তর্কের জটিল যুক্তিজালে জড়িত হয়ে পড়ায় এবং রাজনেতা ও রাজনীতি ব্যবসায়ীরা এর প্রধান নিয়ামক হওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের পক্ষে কনট্রিবিউট করা তো দুরস্থান কোন রকম ধারণা করাই প্রায় অসম্ভব। অনেকে যাতে এই প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন, সেই চিন্তায় বাংলা ভাষা বিভাগে এতাবৎ প্রকাশিত সকল মনীষীদের রচনার সারাংশ সকলের অবগতির জন্য পোষ্ট করা হবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এর সূচনা করা হল।

পাঠকদের কাছে অনুরোধ ‘কবি বলিয়াছেন’ অর্থাৎ সেটাই সমাধান সূত্র ভেবে নিজের মনের খাতা বন্ধ করে দেবেন না। এখনকার অনাচারের তখনকার ব্যাখ্যা দেখেও অতি উৎসাহিত হবেন না। প্রায় এক শতাব্দী ধরে চলা বহু মানুষের ধারণায় পুষ্ট বাংলা ভাষার প্রকৃতি বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে যেখানে পৌঁছেছিল, তার পর বেসিক চেঞ্জের জায়গা খুবই কম ছিল। প্রয়োজন ছিল ভাষাটিকে টেকনোলজি, বিজ্ঞানের জ্ঞানভাণ্ডারের ভারসহ করে তৈরী করার। দ্বিতীয় যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বনৈকট্যের নিরিখে পরিবর্তিত জিও পলিটিক্যাল এনভিরণমেন্টে ভাষাটির উৎকর্ষ সাধনের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন ছিল। তার পরিবর্তে গোটা ওয়ার্ক ফোর্স ~~শোভাযাত্রা~~ বা মিছিল বিশেষজ্ঞ হয়ে গেল। নামী নামী লোকেরা কলের পুতুলের মত হাত নাড়তে নাড়তে কখনও বা আকাশে বদ্ধমুষ্টি ছুঁড়ে পতাকা বহনের শক্তি প্রদর্শন করতে রাস্তায় নেমে পড়ল। এটা না করলে চাকরি থাকবে না – অথবা ইহাই উন্নতির একমাত্র পথ।

BANGLADARSHAN.COM

সুনীতিকুমারের উত্তরসুরীরা টিউশন বিক্রেতা হয়ে গেলেন। তার জন্য কিছু অনৈতিক কাজেও জড়িত হতে বাধলো না। সত্তরের দশক মুক্তির দশক। হাজার হাজার মানুষ ঢুকে পাশ করল। সদ্যপ্রৌঢ় এই ভয়াবহ জ্ঞানশ্রমিকদল আজ সমাজের নিয়ন্তা। ফল আমাদের সামনেই।

ভারতবর্ষের বিভাজনের কুফল বাঙালীকে অস্তিত্বের সংকটে ফেলে দিয়েছিল। বাংলাভাষী অর্ধেক মানুষ শত্রুরাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে গেল। বাংলা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এই ডিসকানেক্ট বা ছিন্নসূত্র মিলে যাওয়ার কোন আশা নাই। বাংলাদেশে সংস্কৃতফোবিয়া কলকাতার তুলনায় কিছু কম। কিন্তু তাঁরা তৎসম(তোৎসোম), তৎভব(তোদবোব) ও বিদেশী(প্রধানত ফার্সী) শব্দের যে অনুপাতের কথা বলেন তা আমাদের হিসাবের সঙ্গে মেলে না। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ নিয়ে তাঁদের অবস্থান সম্পূর্ণ বাস্তববিরোধী এবং রাজনৈতিক বা ধর্মনৈতিক। তাঁরা যে বিকৃতির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়ে যাবেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। দুই দেশের জনগণ বা সাহিত্যিকরা অন্য দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে যতটুকু জানেন তাতে কাজ হয় না। একশো বছর আগে ইংরেজের প্রশ্রয়ে অসমীয়া ভাষা বাংলাকে অস্বীকার করেছিল। বাংলাদেশও তাই করতে চলেছে। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মহলে বাংলা(বাংলাদেশ) নামে একটি ভিন্ন ভাষার স্বীকৃতি আদায় করে বাংলাদেশ তাদের লক্ষ্য পরিষ্কার করে দিয়েছে। আমরা কিন্তু ঝাড়খণ্ডের বাঙালী, ভাগলপুর- পুর্ণিয়ার বাঙালী, কাশীর বাঙালী, দণ্ডকারণ্যের বাঙালী এমনকি কাছাড়, ত্রিপুরা, গোয়ালপাড়ার বাঙালীর জন্য কোনদিন কিছু ভাবি না। ভারতের অভ্যন্তরেও স্বস্তি নাই। সংবিধান প্রণেতা রাষ্ট্রপিতাগণ কি চেয়েছিলেন দেখা যাক। সংবিধানের আর্টিকল-৩৫১ পড়ুন।

351. Directive for development of the Hindi language.—It shall be the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language, to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India and to secure its enrichment by assimilating without interfering with its genius, the forms, <u>style and expressions used in Hindustani and in the other languages of India</u> specified in the Eighth Schedule, and by drawing, wherever necessary or desirable, for its vocabulary, primarily on Sanskrit and secondarily on other languages.

সংবিধান রচনার সময় ১৪টি আঞ্চলিক ভাষার কথা বলা হয়েছিল।

BANGADARSHAN.COM

1. Assamese. 2. Bengali. 3. Gujarati. 4. Hindi. 5. Kannada. 6. Kashmiri. 7. Malayalam. 8. Marathi. 9. Nepali. 10. Oriya. 11.Punjabi 12.Sanskrit. 13. Tamil. 14. Telugu

পরে আরও ৮ টি ভাষা যোগ করা হয়।

1. Bodo. 2. Dogri 3. Konkani. 4. Maithili 5. Manipuri 6. Santhali 7. Sindhi 8. Urdu

স্বাধীনতার পর আরও দশ বছর ধরে রাজ্যগুলির পুনর্গঠন হয় এবং সংস্কৃত ও নেপালী বাদে বাকী ভাষাগুলি এক একটি রাজ্যের প্রধান ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয়। হিন্দী অনেক রাজ্যের ভাষা হয়ে থাকল। ভোজপুরী, ব্রজভাষা, অবধী, ছত্তিসগড়ী, রাজস্থানী সব হিন্দির কবলে গেল। আরও কয়েকটি রাজ্যকে ভেঙেও ভাষাভিত্তিক রাজ্যের ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যায় নি। উপরন্তু আরবী লিপিতে লেখা হিন্দি আবার উর্দু নাম নিয়ে ঢুকে গেল। এই সমস্ত গোলমালের মধ্যে আঞ্চলিক ভাষাগুলি বঞ্চিত হতে থাকল আর ৭-৮টি ভাষাকে চাপা দিয়ে তৈরী সিন্থেটিক ভাষা হিন্দি কার্যত আর একটি কৃত্রিম ভাষা উর্দুর কুক্ষিগত হল। কাশ্মীরি ও ডোগরী ভাষার নাম লোপ করে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যে সব উর্দু হয়ে গেছে। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর এই প্রক্রিয়া তরাণ্বিত হয়েছে। আজকের হিন্দি আরবী লিপিতে লিখলে তা প্রায় উর্দুর মত। টেলিভিশন মাধ্যমের দ্রুত সংক্রমণের ফলে এই হিন্দি-উর্দু মিক্সচার সব ঘরে হাঁড়ির মধ্যে ঢুকে গেছে। "সব ভারতীয় ভাষার মধ্যে সাদৃশ্যের প্রয়োজনে ভোকাবুলারি সংস্কৃত মূলের হতে হবে" সংবিধানের আর্টিকল ৩৫১ এর এটাই প্রতিপাদ্য বিষয়। কতটা পালিত হচ্ছে তা তো আগেই বলা হল।

মাতৃভাষা শেখানো যায় না:

শুনতে অদ্ভুত লাগলেও এটাই সত্য। মাতৃভাষা হল মানুষের মস্তিস্কের সর্বাপেক্ষা সক্রিয় অঞ্চলে স্থাপিত জীবনের প্রথম দিকের শব্দ অনুভবের সংকেত ও তার অ্যাসোসিয়েটেড বস্তু বা বিষয়ের সমাহার। জন্মের পর একটি শিশু প্রথমে শব্দের তীব্রতাই বুঝতে শেখে। পরে টোন এবং অন্য শব্দ প্যারামিটারগুলি গ্রহণ করতে পারে। প্রধানত চোখ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে শব্দগুলির অর্থ বা বিষয় সম্বন্ধে ধারণা তৈরী হয়।

সুতরাং একটি শিশুর মাতৃভাষা কি সেটা তার মা কি ভাষায় কথা বলে তার উপর নির্ভর করে না। জন্মের পর প্রথম কয়েক বছর সে কি শোনে তার উপর নির্ভর করে। আপনার শুনে দুঃখ হতে পারে কিন্তু খুব সম্ভব, আপনার সন্তানের মাতৃভাষা আর বাংলা নাই। মাতৃভাষা বাংলা রাখতে চাইলেও অন্য ব্যবস্থা প্রয়োজন। কে করবে?

BANGADARSHAN.COM

বাংলা ভাষার পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে বাংলা ভাষী জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে। কাজের অধিকার, বাজারের অধিকার, বাণিজ্যের অধিকার সব এই ভাষার অধিকারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এই কাজের প্রথম দুটি পদক্ষেপ হল ভাষাকে দূষণ মুক্ত করা এবং ভাষার রাজনৈতিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। দূষণের কারণগুলি বাংলা ভাষা বিভাগের মুখবন্ধে সংক্ষেপে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক অধিকার মানে হল পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদানের মাধ্যম ও প্রথম ভাষা বাংলা করা। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজটি দুরূহ। ভবিষ্যৎ ই বলতে পারবে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই লিখিত ভাষায় প্রচলিত শব্দের ব্যবহারে আগ্রহী। তাঁরা মনে করতেন কলকাতায় শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান মানুষের সংখ্যা বেশী হওয়ার জন্য সেখানকার কথ্য ভাষাই প্রচলিত ভাষা বলে গ্রহণ করতে হবে। হায় রে! কলকাতায় আজ বাঙালী লোকই নাই। যা আছে তা বহির্বৃত্তের জলাভুমিতে। সেখানেও 'হারগিজ' এর বাঙালী, 'ধামাকা মচিয়ে দেওয়া'র বাঙালী ভর্তি। সবার সন্তানই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ে। টেষ্ট পেপারে আগেকার যুগে নাম ছাপা স্কুলের অধিকাংশই খাবি খাচ্ছে। জব্বর ককটেল:- টিভি, ইংরেজি স্কুল, হিন্দী সিনেমা, অবাঙালী মল, ফুটপাথ দখলকারী মুসলিম হিন্দুস্থানী দোকানী, এবং প্রায় সর্ববিধ সার্ভিসে অবাঙালী জনগোষ্ঠীর প্রভাবে ভাষা গুবলেট। জীবনানন্দ আওরাতে পারবেন এমন যুবকদের থেকে উর্দু শের বলতে পারবেন এমন যুবকের সংখ্যা অনেক বেশী। আমরা বাঙালীরা চিরকালই অবাঙালীদের সঙ্গে হিন্দীতে কথা বলতে আগ্রহী। ফলে আজ কলকাতার দোকানীরা আর বাংলা বলার তাগিদই অনুভব করেন না। কলকাতায় আর বাংলা নাই। সম্প্রতি আমাদের এক প্রখ্যাত লেখিকা স্পষ্টই বলেছেন, কলকাতার ভাষা 'মডেল' হলে চলবে না। কারণ এর সর্বনাশ হয়ে গেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে ও ইংরেজদের সাহচর্যে আধুনিক মনোভাবের অধিকারী হয়েছিলেন। পিউরিটান সংস্কৃত পণ্ডিতদের দুজনেই ভাল চোখে দেখতেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাশিক্ষার জনক বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই অ্যাবারেশনের শিকার। বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত ভাষা বলতে যা বুঝতেন, প্রথাগত শিক্ষায় বঞ্চিত রবীন্দ্রনাথের কাছে তা দুষ্পাচ্য। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গদ্য রচনা বঙ্কিমের

স্বর্গলাভের পরে সুতরাং তাঁর এ ব্যাপারে কোন ভিউ নাই। বেঁচে থাকলে বঙ্কিমচন্দ্র লঘুকরণের দোষে রবিকে হয়তো একটু বকে দিতেন। আবার বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যসাগর মশায়ের রচনাকে রসহীন মনে করেছেন। পণ্ডিত বিরোধিতার কারণে, তাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিদ্যোৎসাহী সমাজের একটি প্রধান সিদ্ধান্তকে নিজেদের চিন্তার বাইরে রেখেছেন। তা হল গৌরমণ্ডল অর্থাৎ নবদ্বীপের দশ ক্রোশ ব্যাসার্ধের বা পঞ্চাশ-ষাঠ কিলোমিটার ব্যাসের নবদ্বীপ কেন্দ্রিক একটি বৃত্তাকার অঞ্চলের মানুষের ভাষাকেই বেস হিসাবে ধরে (কৃষ্ণনগরের ভাষা) সাহিত্যের উপযোগী বাংলা শব্দভাণ্ডার ও ব্যাকরণ প্রণীত হবে। এবং তাই করা হয়েছিল। কারণ সম্ভবতঃ বহুকালের বিদ্যাচর্চার ইতিহাস থাকার জন্য এতদঞ্চলের ভাষাই সর্বাপেক্ষা কম দূষিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ কেউই তখন পৃথিবীর আলো দেখেননি। আজ আর এর প্রয়োজন নাই। সব অঞ্চলই সহজগম্য, ইলেক্ট্রনিক বিপ্লব সবাইকে কাছে এনে দিয়েছে। আমাদের হাতে পূর্বজদের সৃষ্ট বিশাল জ্ঞানভান্ডার। সব অঞ্চলের নির্যাস দিয়েই বাংলা ভাষার পুনর্গঠন হওয়া সম্ভব। প্রয়োজন উদ্যোগটিকে রাজনীতি ব্যবসার বাইরে রাখা।

এই কলামে যে লিংকগুলি দেখানো হচ্ছে সেই রচনা বা প্রবন্ধগুলি পড়লে দূষণের দোষীরা যে সব যুক্তির আড়ালে অপকর্মগুলি করেন তার অসারতা বা গ্রহণীয়তা সম্বন্ধে ধারণা তেরী হবে। স্বীকৃত ব্যাকরণ বা ভাষা বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি এই ব্যাপারে শিক্ষিত বুদ্ধিমান মানুষের গোষ্ঠীকে সুচিন্তিত অভিমত গঠন করতে সাহায্য করবে। ভাষা সম্বন্ধে ব্রড আলোচনা বা তথ্য এই লিংক কলামে দেওয়া হবে। শব্দকোষ, ব্যাকরণ, উচ্চারণ ও প্রয়োগ পরিচ্ছেদ গুলিতে সম্বন্ধিত টেকনিকাল বা ডিটেল বিষয়বস্তু রাখা হবে।

***** উপক্রমণিকা অংশে আরও আলোচনা হবে, আপনিও মতামত জানালে ছাপা হবে। -------ক্রমশ------

BANGODARSHAN.COM